অপরাধ

বৈধী কি রাগানুগা উভয় ভক্তিমার্গের সাধককেই অপরাধ হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে হইবে। সাধারণতঃ আমরা পাপ ও অপরাধকে একার্থক বলিয়া মনে করি। কিন্তু বৈষ্ণব-শাস্ত্রানুসারে এই দুইটী শব্দের বাচ্যে পার্থক্য আছে। নামাভাসেও পাপ দূরীভূত হইতে পারে; কিন্তু অপরাধের কুফল সহজে নিরাকৃত হয় না।

নামাপরাধ। কতকগুলি বিশেষ রকমের অসদাচারকেই অপরাধ বলে। অপরাধ সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর—সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। যথাবস্থিত-দেহে শ্রীভগবৎ-সেবা-বিষয়ে কতকগুলি নিষিদ্ধাচারের অনুষ্ঠানে সেবাপরাধ হয়; সেবাপরাধ অনেক রকমের। একান্তচিত্তে ভগবৎসেবাদ্বারাই সেবাপরাধের কুফল দূরীভূত হইতে পারে। কিন্তু নামাপরাধ বড় গুরুতর। নামাপরাধ দশ রকমের :—(১) সাধু-নিন্দাদি; (২) শ্রীবিষ্ণুর গুণ-নামাদি হইতে শ্রীশিবের গুণ-নামাদিকে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করা; (৩) গুরুদেবের অবজ্ঞা; (৪) শাস্ত্রনিন্দা; (৫) হরিনামে অর্থবাদ-কল্পনা; (৬) নামের বলে পাপে প্রবৃত্তি; (৭) শ্রীনামের ফলের সঙ্গে ব্রত-হোমাদির ফলের তুল্যতা জ্ঞান করা; (৮) নামশ্রবণে বা নামগ্রহণে অনবধানতা বা চেষ্টাশূন্যতা; (৯) নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামগ্রহণ বিষয়ে প্রাধান্য না দিয়া "আমি-আমার"-ইত্যাদি জ্ঞানে বিষয়-ভোগাদিতে প্রাধান্য দেওয়া এবং (১০) যে শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ এবং যে উপদেশাদি শুনেনা অর্থাৎ গ্রাহ্য করে না, তাহাকে উপদেশ দেওয়া। বিশেষ বিবরণ ২।২২।৬৩-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবাপরাধ। কোনও বৈষ্ণবকে প্রহার করা, বৈষ্ণবের নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অনাদরবশতঃ বৈষ্ণবের অভিনন্দনাদি না করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং বৈষ্ণব দর্শনে হর্ষ প্রকাশ না করা—এই কয়টীকে বৈষ্ণবাপরাধ বলে; বৈষ্ণবাপরাধও প্রথম প্রকারের নামাপরাধেরই অন্তর্ভুক্ত।

নামাপরাধ বা বৈষ্ণবাপরাধ বড় ভয়ানক জিনিস। অপরাধী ব্যক্তির সমস্ত অনুষ্ঠানই প্রায় নিরর্থক হইয়া যায়। হরিনাম একবার মাত্র উচ্চারণ করিলেই কৃষ্ণপ্রেমোদয় হইতে পারে; কিন্তু অপরাধী ব্যক্তি বহু বহু নামকীর্ত্তন করিলেও তাহার দেহে প্রেমের লক্ষণ বিকাশ পায় না।

খণ্ডনোপায়। নামাপরাধ-খণ্ডনের উপায় :—বৈষ্ণব-নিন্দাদিজনিত অপরাধ হইলে, যাঁহার নিকটে অপরাধ হইয়াছে, তাঁহার চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হইবে, সেবাদি দ্বারা তাঁহার সন্তুষ্টি-বিধান করিতে হইবে; তিনি সন্তুষ্ট হইয়া ক্ষমা করিলেই বৈষ্ণবাপরাধ দূর হইতে পারে। আর, কাহার নিকটে অপরাধ হইয়াছে, তাহা যদি জানা না যায়, অথবা জানা গেলেও কোনও প্রকারেই যদি তাঁহার সন্ধান পাওয়া না যায়, তাহা হইলে তৃণাদপি-শ্লোকে উপদিষ্ট-বিধি-অনুসারে শ্রীহরিনামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে; হরিনাম করিতে করিতে নামের কৃপায় অপরাধ খণ্ডিত হইতে পারে। গুরুদেবের অবজ্ঞাদি-জনিত অপরাধ-সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা। শাস্ত্রাদির নিন্দাজনিত অপরাধস্থলে তত্তৎশাস্ত্রাদির প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে হইবে। অন্যান্য অপরাধস্থলে, নূতন অপরাধের হেতু হইতে দূরে থাকিয়া একান্তভাবে নামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

নামাপরাধ বড় সাংঘাতিক। ভক্তিরাণী যাঁহার হৃদয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, অপরাধ জন্মিলে তৎক্ষণাৎই তিনি তাঁহাকেও ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন। সুতরাং অপরাধ-বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকাই ভক্তিশাস্ত্রের উপদেশ।